দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...
246

একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত

ঢাকা ভার্সিটিতে ২২৫ শিক্ষক দীর্ঘদিন অনুপস্থিত

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২শ শিক্ষকের মধ্যে বছরে গড়ে ৩শ ৩২ জন শিক্ষক অননুমোদিত ছুটি কাটান। ২২৫ জন শিক্ষক এখনও এ ধরনের ছুটিতে রয়েছেন। কর্তৃপক্ষ তাদের কাজে যোগদানের জন্য বারবার চিঠি দিলেও তাদের অনেকেই সেই চিঠির কোন উত্তর দেন না এবং কাজেও যোগদান করেন না। ফলে একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণের ও বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রমের জন্য প্রতিমাসে একাধিক বিভাগের শিক্ষকগণ ছুটির জন্য আবেদন করেন। এক বছর এবং তার বেশী সময়ের জন্য এসব শিক্ষক ছুটির আবেদন করলেও কর্তৃপক্ষ নিয়মানুযায়ী প্রথমে তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর করেন। পরে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটিতে ২২৫ শিক্ষক দীর্ঘদিন অনুপস্থিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঐসব শিক্ষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে আরও তিন মাস ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, অননুমোদিত ছুটি ভোগকারী শিক্ষকগণ একটি ছুটির আবেদন করে এক বছরের অধিক ছুটিতে রয়েছেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন শিক্ষক এককালীন তিন মাসের বেশী ছুটি ভোগ করতে পারেন না।

যে সব শিক্ষকের ইতিমধ্যে ছুটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত একাধিক নোটিশ পাঠালেও কোন উত্তর আসেনি। এসব শিক্ষক কাজে যোগদানও করেননি।

এদিকে একটি বিভাগের একাধিক শিক্ষক ছুটিতে থাকলেও এই বিভাগের আরও কয়েকজন শিক্ষক ছুটিতে চলে গেছেন। ফলে শিক্ষক সংকটে ভুগছে বিভিন্ন বিভাগ। শিক্ষক সংকটের কারণে বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

যে সব শিক্ষক অননুমোদিত ছুটি ভোগ করছেন, তারা আদৌ বিভাগে ফিরে আসবেন কিনা তা অনিশ্চিত। ফলে কর্তৃপক্ষ যেমন এসব পদে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিতে পারছেন না তেমনি ছাত্রছাত্রীরাও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট কোর্স থাকায় দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

যে সমস্ত শিক্ষক বর্তমানে এভাবে ছুটিতে রয়েছেন তাদের বেশীরভাগ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের। এছাড়া কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষকগণও এদের মধ্যে রয়েছেন। গড়ে ৪১টি বিভাগের সবগুলিতেই কোন না কোন শিক্ষক এখনও ছুটিতে রয়েছেন।

এদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানান, যে সব শিক্ষক বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য গিয়েছেন, এদের মধ্যে ৩১ জন শিক্ষক সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তবে এ বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নিকট এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ফলে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারছেন না।

সূত্র জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারী মাসে সিন্ডিকেটের সভায় দীর্ঘ ছুটি ভোগকারী ৪৩ জন শিক্ষকের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে।